স্থাবর অস্থাবর
মনন দাস

# স্থাবর অস্থাবর

মনন দাস

সৌরভ
গ্রন্থ প্রকাশনী

বালী হাওড়া

Sthabar Asthabar

A book of poems by

Manan Das

**প্রকাশকঃ**

বউল পাঁজা

৫৭/২, গঙ্গাকান্ত ভাদুড়ী স্ট্রীট

বালি, হাওড়া, ৭১১২০১

**গ্রন্থস্বত্বঃ**

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ কোলকাতা বইমেলা ২০২৫

প্রচ্ছদ – ফটিক দাস

মূল্য – একশত পঞ্চাশ টাকা

**উৎসর্গ**

কথাশিল্পী প্রভাস কান্তি ভদ্র

বন্ধুবরেষু

**লেখকের অন্যান্য বইঃ**

**উপন্যাসঃ**

মনভূমি

মন এক উষ্ণ প্রস্রবণ

ঝলমলি

ছুট

গোবু গোবিন্দ

**গল্প সংগ্রহঃ**

অন্য স্বাদ

পঞ্চস্বর

গল্প পঞ্চক

জীবন যাপন

গ্রাস

মানুষ মানুষীর গল্প

**কিশোর উপন্যাসঃ**

রাজু নারাণের কীর্তি

**ছড়ায় গল্পঃ**

আটটা ঠাট্টা

**কবিতাঃ**

বন সবুজের মন - কবিতা সংগ্রহ ( প্রথম খণ্ড )

স্থাবর অস্থাবর - কবিতা সংগ্রহ ( দ্বিতীয় খণ্ড )

White Flowers

## সূচিপত্র


গুরুবন্দনা ৭
নদীর বাড়ি ৮
স্থাবর অস্থাবর ১০
পুনরুদ্ধার ১১
একটি সকাল, স্নিগ্ধ সকাল ১২
একটি সকাল, দুস্থ সকাল ১৩
বেঁচে থাকা এভাবেই ১৪
তোরঙ্গ ১৫
বিষন্নতা বিপন্নতা ১৬
এখন প্রস্তুতি পর্ব ১৭
ধর্ষিত সময়ে দাঁড়িয়ে ১৮
ফল ১৯
ঘায়ের মানুষ ২০
ফুঁ ২১
কথা ছিল ২২
এভাবেই যায় দিন ২৩
বাঁশিওয়ালা ২৪
আঙিনায় ২৫
উঠোন জুড়ে আলপনা ২৬
বাল্যকালের মা - মা জানে ২৭
মুখপোড়ার গল্প ২৮
একা ২৯
একটু উষ্ণতার জন্য ৩০
খাস জমিন ৩১
চৈত্রের চন্দন বনে ৩২
সঙ্গমে ৩৩
ও মা ৩৪
গান্ধারী বিলাপ ৩৫

রিক্ত ৩৬
দেবতার মূর্তি গড়ি ৩৭
রাজত্বকাল ৩৮
ভাড়াটে সৈনিক ৩৯
মরণ বাঁচন ৪০
কবি ৪১
কবি চলে গেলে ৪২
সোনার পাখিটি ৪৩
এপার বাংলা ওপার বাংলা ১৯৭১ - ৪৪
শিখা ৪৫
বন্যাস্রোত ৪৬
সীমাবদ্ধ ৪৭
বিপজ্জনক বাড়ি ৪৮
আলোক সম্ভব ৪৯
ধস ৫০
ট্রেন চলে গেলে ৫১
বাক্যবাণ ৫২
খেলাঘর ৫৩
অসমাপ্ত ৫৪
এ জীবন, এই বাসভূমি ৫৫
বিশ বাইশ বয়সে ৫৬

।।।।। **রঙ্গ**।।।।

আব্বুলি ৫৭
শেলফিস্ মন্টুবাবু ও ইলিশ ফিস্ ৫৮
এলি আর গেলি ৫৯
আমি আর বাঘ ৬০
আমরি দেশের আহামরি কথা ৬০
সাধ ও সাধ্য ৬০
বয়স মাহাত্ম ৬৪

## গুরুবন্দনা

রবি ঠাকুর রবি ঠাকুর
আমার জীবন হয় যে মধুর
তোমার গানে
আমার দুঃখ আমার ক্লান্তি
দেয় মুছে, দেয় গভীর শান্তি
আমার প্রাণে।
তোমার গল্প কাব্যগাথা
সযত্নে যে আছে রাখা
আলমারিতে
নানা কাজে বেলা যে যায়
পড়ার কাজে পারিনা হায়
সময় দিতে।
কিন্তু তোমার গানের পাটে
যায়না বাঁধা দুই মলাটে
মুক্ত স্বাধীন
ডানা মেলে বেড়ায় উড়ে
আাকাশ বাতাস মুগ্ধ করে
বন্ধনহীন।
শুনে শুনে আপন মনে
হৃদমাঝারে সংগোপনে
সাজিয়ে রাখি
তোমার গানে তোমার সুরে
আমার জীবন ধন্য করে
বেঁচে থাকি।

## নদীর বাড়ি

দুর্গম শিলার কন্দরে
তুষার প্রাসাদের গোপন আশ্রয়ে
ছিল আবদ্ধ, নিজেই ভেঙেছে নদী সে দুয়ার
ছুটেছ দুর্নিবার অজানার আকর্ষণে অনন্ত সন্ধানে।
দুর্বার গতি তার
বিজন পথের পাথরে পাথরে পা ফেলে পা ফেলে
অযুত অযুত বর্ষ করেছে পার....

বিজন অরণ্য বাড়ি বাহুমেলে ঘিরে
বাঁধতে চেয়েছে তাকে অপরূপ সৌন্দর্য মায়ায়
কলহাস্যে নদী ভাসিয়ে দুকুল
ছুটে চলে গেছে নিজস্ব নির্মিত পথে,
অরণ্যবাড়ি নিজেই মুগ্ধ হয়ে
পড়ে আছে আপন মায়ায়....
নদী জানে জনপদে
তার পথ চেয়ে আছে লক্ষকোটি তৃষিত পরাণ
উদ্ধার হওয়ার আশায়....
তাহাদের রক্ষাকল্পে দায়বদ্ধ নদীর জীবন,,,,

সবুজ বৃক্ষের নীচে নদীতীরে এই ঘাটে
এসো বসো কিছুক্ষণ দিনান্ত বেলায়...
এখানে প্রবাহিত পবিত্র নদী
এখানে প্রবাহিত নির্মল বাতাস
তোমার অপেক্ষায়....
ধীর সমীরে সন্ধ্যা নামে ধীরে
বড় স্নিগ্ধ স্পর্শ ভাসায় শরীরে
দাবদাহে দগ্ধ দিন কোথায় হলো বিলীন
মেঘবতী হয়েছে আকাশ

এ স্নিগ্ধ সমীরণে প্রোথিত প্রাণের মূল
পাও জীবনের আশ্বাস।

ঘাটে বসে দেখি মেঘের কায়া
জলে দোলে তারই মৃদু মৃদু ছায়া
জানি, এদৃশ্য শুধুই মায়া
তবু মনে ভাল লাগার হাওয়া।
এই যে বসে টুকু প্রহর গোনা
এই যে নদীর মৃদু কথা শোনা
এ ক্ষণিক, হবে ফিরতে ঘরে
থাকবেনা চিহ্ন সোপান পরে
দিন ফুরাবে হবে অন্ধকার
জমিন আকাশ হবে একাকার
বয়ে যাবে নদী নিজের ঘরে
জলের ধারা নিয়ে অন্ধকারে,,,,
যেতে হবে তাকে অনেক দূর
সে এক মুক্ত আকাশপুর
সেই অনন্ত সাগরপুরে
মিশে যেতে হবে সুনীল নীরে
সেইখানে তার নিজের বাড়ি
সেইখানে তার বাঁধা আছে নাড়ি।

**স্থাবর অস্থাবর**

যে জমি খেয়েছে নদী সেও তো স্থাবর ছিল
সেই প্রাসাদ, যার অলিন্দে দাঁড়িয়ে
সে নদীকে ভালবেসেছিল
সেওতো স্থাবর ছিল।
নদী তাকে ভালবেসে গর্ভে নিয়েছে।

এখন
সে এক অস্থাবর মানুষ
নদীতীরে  ঘোরে ফেরে
কিসের আশায়!

## পুনরুদ্ধার

শুধু বেঁচে থাকে গাছ,
ক্রমশঃ বৃক্ষ হয়,
হয়ে ওঠে বিশাল বিশাল।

ক্ষয় হতে হতে শেষ হয়ে যায় রাজত্ব
জীর্ণ হতে হতে ধ্বংসস্তূপ দূর্গ, ভগ্ন প্রাসাদ
লুপ্ত হয়ে সুপ্ত থাকে মাটির গভীরে...
তার উপর
কোথা থেকে এসে পড়ে বীজ, তাকে
বুক পেতে ধারণ করে মাটি
নিঃশব্দে অঙ্কুরিত করে
জন্ম দেয় ভবিষ্যতের বৃক্ষ সম্ভবনা
তারপর...
শুধু বেঁচে থাকে বৃক্ষ
একদা তার রাজত্ব দখল করে
বেড়ে উঠেছিল যে দম্ভ-মিনার
সে রাজত্ব পুনরুদ্ধার করে নেয়....

## একটি সকাল, স্নিগ্ধ সকাল

...রাত জুড়ে ঘুম
ঘুমের ভিতর ক্লান্তি ঘুমায়
বিজন পাহাড়ে স্রোত ছুঁয়ে থাকা নুড়ির মতন
সবুজ পাহাড়, সবুজের নদী
সবুজ শ্যাওলা শরীরে শরীরে
ঘুম সুখ ঘুম, সুখ সুখ ঘুম...

ক্রমশঃ সকাল, শিথিল শরীরে নিরব সকাল
ঘাসের শরীরে শিশির যেমন...
স্নিগ্ধ বাতাস সঞ্চার করে সুখের শিহর
ফুটি ফুটি আলো - সে কোন মায়ার বুলায় পরশ
চারপাশে শুধু ঘিরে থাকে আনন্দ লহর...

## একটি সকাল, দুস্থ সকাল

...নিঝুম রাত্রি নিঃঘুম রাত্রি ক্লান্ত রাত্রি
ছিন্ন ছিন্ন ঘুমের ভিতর
ক্ষত বিক্ষত জীর্ণা রাত্রি
আগ্নেয় স্রোতে ডানা ভেঙে পড়া পাখির মতন
জীর্ণ শরীর, বহুযুগ ধরে পেটিকা বদ্ধ
পিরামিড নীচে শরীর যেমন...

এভাবে সকাল... মেঘ আবৃত আলোক রহিত
দুস্থ সকাল...
কত যুগ ধরে পড়ে থাকা এক সজীব ফসিল
দুখের পাথারে নিমজিত অভিশপ্ত জীবন...

## বেঁচে থাকা, এভাবেই

পালিয়ে যাওয়া সময়ের পিছনে ওড়ে ধুলি
কিছু দৃশ্যের আভাস, কিছু হারানো সংলাপের
বিচ্ছিন্ন শব্দ, কিছু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস - সব মিলে মিশে
একাকার কোলাজ

খুঁজতে থাকি, খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হতে হতে
গভীর হতাশায় ডুবতে ডুবতে
আঁকড়ে ধরতে চাই খড়কুটো
এভাবে কি বাঁচা যায়?

পালিয়ে যাওয়া সময়ের পিছনে ওড়ে ধূলির আঁধি
পলকে হঠাৎ ভেসে ওঠে সুখদৃশ্য, সুখ অনুভব
বেঁচে উঠি, বেঁচে উঠি পলক সম্ভবে....

## তোরঙ্গ

এই বাড়ি
বাড়ির ভেতর ঘর
ঘরের গায়ে দরজ, জানলা
জানলায় গ্রীলের শোভা
শোভনীয় পর্দা
ঘরের মধ্যে খাট বিছানা
দেওয়াল জোড়া আলমারি
আয়না লাগানো প্রসাধনী টেবিল
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র
আরও আরও কত কিছুর মেলা
তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে আমি
তার মধ্যেও আমি - সব দেখি
ছুঁয়ে দেখি খুলে দেখি, নিজেকে দেখি
নিজের মধ্যেও নিজেকে দেখি।

দেখিনা শুধু খাটের নীচে রাখা তোরঙ্গটা
জং ধরা ধুলো পড়া
খুলে দেখিনা, ছুঁয়ে দেখিনা
মরচে পড়া তালা দেওয়া
হারিয়ে গেছে চাবিটা।

## বিষন্নতা বিপন্নতা

বিষন্নতা যেন এক রুক্ষ মরুঝড়....
বৃক্ষের  আন্দোলন নেই,  নেই জলোচ্ছাস
ত্রস্ত পখিরা আর্তরবে উড়ে যায়নাকো,
কিংবা কলরবে আশ্রয় খোঁজে না দ্রুত
শিশু-নর-নারী
বিষন্নতা যেন এক রুক্ষ মরুঝড়
তীব্রবেগ বাতাসের অবয়বে শুধু
অতি দ্রুত ছড়িয়ে যায় বালির আস্তর...

বিষন্নতা এভাবে আগ্রাসী
অজান্তে কখন চারপাশে চুপিসাড়ে
জেগে ওঠে মরুভূমি....
বালির পাহাড়, বালির উপত্যকা,
বালুময় পথ, আর কিছু নেই...
তারপর কখন সে মরুভূমে
বাতাস হয় তীব্র হতে তীব্রতর, হয়ে ওঠে ঝড়
ঢেকে যায় সর্বচরাচর...

অসহায়  দাঁড়িয়ে থাকি অন্ধের মতন,
অতি ধীরে তলিয়ে যাই বালুর ভিতর।

## এখন প্রস্তুতি পর্ব

রৌদ্রে ছাদ ভরে আছে কানায় কানায়
শুয়ে আছি ভুঁয়ে, ঝুঁকে আছে
একপাশে হিরম্ময় চম্পক বৃক্ষ
অন্যপাশে তিক্ত নিম -
বিমর্ষ বিষন্ন বিধুর মলিন...
পাতা ঝরার দিন...

ও তো শুধু বহিরাবরণ
এখন প্রস্তুতি পর্ব অন্তরে অন্দরে
শিকড়ে শরীরে শাখায়
নিঃশব্দে ঘটে চলে কি বিপ্লব

দুএকটি শুকনো পাতা ঝরে পড়ে গায়ে
হাতে নিই, কপালে কপোলে বুলিয়ে শিহরিত হই...

কিশলয়ের অপেক্ষায় থাকি
অপেক্ষায় থাকি মুকুলে মুকুলে মধু সঞ্চারের...

## ধর্ষিত সময়ে দাঁড়িয়ে

ধর্ষিত সময় মন্থনে উঠে আসে বিষাক্ত বাতাস
ক্রমশ ঘনীভূত হতে হতে ঢেকে ফেলে পরিমন্ডল
তখন বুকের উপর চেপে বসে ভারি পাথরের মতো কিছু
শ্বাসকষ্ট, কি ভীষন শ্বাসকষ্ট, পদতলে কেঁপে ওঠে ভূমি
মনে হয় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

কী গভীর অন্ধকারে ডুবে গেছে বরিষ্ঠ সময়!

**ফল**

নিঃশব্দে
কোথায় কখন পড়ে বীজ
অঙ্কুরিত হয়
বেড়ে ওঠে পাতায় শাখায়...
তারপর
একদিন কুঁড়ি
কুঁড়ি থেকে ফুল
পরাগ সংযোগ
ফল ধরে শাখায় শাখায়...

যদি তা বিষফল হয়
দেবে হলাহল, দেবে যন্ত্রণা - মৃত্যু...
যদি হয় অমৃতফল
তাহলে জীবনে অনন্ত আনন্দ আর সুখ...

## ঘায়ের মানুষ

ঘা মানে আঘাত, ঘা মানে ক্ষত
না, আপাতদৃষ্টিতে তার শরীরে
কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই
না, আপাতদৃষ্টিতে তার শরীরে
কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই
অথচ সে এক ঘায়ের মানুষ।

কৈশোর সে ছিল খুব উদার
যৌবনে সে ছিল খুব উদার
তার গলায় গান ছিল
তার মুখে অনেক কথা ছিল
এ পৃথিবীর সব কিছুর জন্য
সকলের জন্য
তার বড় দরদ ছিল
অথচ ঘা খেতে খেতে...

এখন সে এক নুব্জ দেহ রুদ্ধবাক
ঘায়ের মানুষ।
এখন তার মাঝে মাঝে মনে হয়
নিজকেই ঘা কতক দিই।

## ফুঁ

ফুঁ দিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে রাখো আগুন
নাহলে নিভে যাবে।

বজ্রাকারে নেমে এসেছিল যে আগুন
দাবানলে দগ্ধ করেছিল বনভুমি
সে ছিল অগ্নি দেবতা!
দীর্ঘকাল তাকে এড়িয়ে থেকেছিল শঙ্কিত মানুষ
তারপর আদ্যিকালের যে প্রথম মানুষ
সাবধানে তাকে আপন করে নিয়ে
সংরক্ষণ করেছিল, দিয়েছিল ফুঁ, সে ছিল অগ্নিগুরু,
তারপর বহুজন অনুসরণ করেছে তাকে।

আগুন ঝিমিয়ে পড়ে, জাগিয়ে রাখতে দিতে হয় ফুঁ
সবাই জানেনা ফুঁ-এর শক্তি, কেউ কেউ জানে
তারা জাগিয়ে রাখে বাঁচিয়ে রাখে....

তোমার চারপাশে অনেক ঝিমিয়ে পড়া আগুন
ফুঁ দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে তোলো, বাঁচিয়ে তোলো,
না হলে মরে যাবে, শেষ হয়ে যাবে।

## কথা ছিল

দেখা হয়নি কতদিন...

পথ চলে গেছে দিগন্তের দিকে
হেঁটে যাই কতদূর, পথ সরে যায়
আরও দূর দিগন্তের দিকে...
ক্রমশঃ রুক্ষ জমিন, পত্রহীন মৃত গাছেরা
পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে কঙ্কালের মতো
ক্লান্ত বসি ছায়াহীন বৃক্ষের তলায়...

কথা ছিল পাশাপাশি পথ চলার
কথা ছিল  মুখোমুখি বসার
হারিয়ে যাবার মতো কোনো শাখাপথ
ছিলনা সম্মুখে, তবু...

তুমি চলে গেলে চারপাশে শুষ্ক মরুজমি
তুমি চলে গেলে পত্রহীন শুষ্ক বৃক্ষভূমি।

শুনি বুঝি নুপুরের ধ্বনি
তোমার নৃত্যছন্দ ভেসে ওঠে মনে
কিংবা দূরাগত কোনো ক্ষীণ গানের মধুরিমা
.মনে হয় এইতো পাশেই, না ভুল সব ভুল
বিষন্নতা এক বিষবৃক্ষ আমি তার ধারক বাহক।

তুমি কি ফিরবে এই পথে?
তুমি ফিরলে এ শুষ্ক বৃক্ষরাজি হবে
আবার সবুজ পত্রময়...
রুক্ষ মাঠ ঢেকে দেবে হরিৎ তৃণের দল...
আমি বসে থাকি ছায়ার আশায়...

## এভাবেই যায় দিন

এমনকি ভিড়ের মধ্যেও আমি একা হয়ে যাই
হয়ত ছুটন্ত ট্রেনে দাঁড়িয়ে বা বসে
চারিদিকে কলরব, যান্ত্রিক শব্দ, তীব্র হর্ন
তাও অশ্রুত রয়ে যায়
শুধু এক অনুভব বেঁচে থাকে মস্তিষ্কে হৃদয়ে....
আমার মুদিত চোখের সামনে তুমি আসো
ভেসে থাকে কথা, তোমার বলা না বলা কথা...

না বলা কথাগুলি আমিই সাজিয়ে দিই
সাজিয়ে নিই প্রতিকথন -
এভাবেই এগিয়ে যায় কথোপকথন
সময় বয়ে যায় সময়ের মতো
এক আশ্চর্য অনুভবে আমি আপ্লুত হই
শিহরিত হই সুখ শিহরণে....

পৌঁছে যাই প্রান্তিক স্টেশনে, সব যাত্রী নেমে গেলে
তোমায় ক্ষনিকের বিদায় জানাই, নামি, পুণরায়
অবকাশের অপেক্ষায় থাকি....

অপেক্ষায় থাকি রাত্রির, দীর্ঘ অবকাশ....
মুখোমুখি নিবিড় শয়নে কত কথা
ভেসে যাই আদরে আবদারে মনসিজে...

এভাবেই যায় দিন, এভাবেই যায় রাত্রি যায়....

## বাঁশিওয়ালা

ও বাঁশি বাজাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছো?
আবর্জনাগুলো জড়ো করে রাখো
ওর হাতে তুলে দিতে হবে।

আবর্জনা জমতে জমতে পাহাড় প্রমান
জমে উঠছে বুকের ওপর
তোমার লাগছে না?
ওগুলো সরিয়ে দাও, তুলে দাও ওর হাতে
ও এসেছে, বাঁশি বাজিয়ে জানান দিচ্ছে
ওর হাতে তুলে দাও।

কত দিন ধরে জমিয়ে তুলেছ আবর্জনা
ওগুলোই সম্পদ তোমার, ফেলতে মায়া, কষ্ট...
টেনে টেনে বহে চলেছো পাগলের মতো

ও এসেছে, শুনতে পাচ্ছো বাঁশি?
এবার হালকা হও
আবর্জনা গুলো ওর হাতে তুলে দাও...

**আঙিনায়**

পাতা ঝরে ঝরে ভরে আছে আঙিনার বুক....
কত সহস্র স্মৃতির ভান্ডার
অথচ সব ফেলে দিতে হবে আগুনের গ্রাসে...

জ্বালো অগ্নি জ্বালো
ঢেলে দাও সর্বস্ব সম্ভার
ও তো শুধু শুকনো ঝরা পাতা
রস নেই, নেই কোথা কণামাত্র সবুজের ঘ্রাণ

## উঠোন জুড়ে আলপনা

নিকোনো উঠোনের মাঝখানে লক্ষীর আসন
চুড়ো করে ঢালা নতুন ধান
চুড়োর মাথায় বসানো ধাতুর ছোট্ট লক্ষী প্রতিমা
দুপাশে দুই কাঠের লক্ষী পেঁচা
নীচে চারপাশে গোল করে সাজানো
বিচিত্র দর্শন পাঁচটা বড় বড় কড়ি
তার দুপাশে দুটো সিঁদুরের গাছ কৌটো
নিকোনো উঠোন জুড়ে মা আঁকতো
আলপনায় ঘর গেরস্থালীর নানান ছবি,
পাখি, ফুল, আর আঁকতো
আসনের সামনে থেকে ঠাকুর ঘর পর্যন্ত
লক্ষীর চরণ জোড়া সারি সারি।
বাল্যকালে
পউষের সন্ধ্যায়
প্রদীপের আলোয়
মাটির দাওয়ায় চুপটি করে বসে
দেখতে দেখতে
আমি বিশ্বাস করতাম
মা লক্ষী এসে চরণ ফেলে ফেলে
চলে গেছেন ঠাকুর ঘরে।

মা রেখে গেছে এইসব অস্থাবর ধন
আর স্থাবর স্মৃতির ঝাঁপি।

**বাল্যকালের মা -**

**মা জানে**

তুলসীর মাথার উপর ঝারি থেকে ঝরে পড়ে
দূর্বা গুচ্ছ ধোয়া টুপটুপ জল
বৈশাখের তীব্র রোদে ঝলসে যায় চরাচর
তৃষ্ণায় কাতর কাক চড়ুই চাতক -
বৃক্ষরাজি লতা গুল্ম, মাটির ওপরে ও ভিতে
সকল প্রাণীর দল....
তুলসীর মাথার উপর শুধু ঝরে
টুপটুপ জল।

মা বেঁধেছে ঝারি
কেন মা তোমার এত দয়া এত মায়া
এইটুকু গাছের উপর?

মা বলেছে - ওরে, ওতে তুষ্ট হন কৃষ্ণ-নারায়ন
কৃষ্ণ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, তুষ্ট সর্বজন।

অত তো জানিনা আমি, আমি জানি
মা তুষ্ট হলে তুষ্ট হয় আমার জগৎ
দেয় ক্ষুধায় খাবার তৃষ্ণায় জল
অসুখে - বুকে ও কপালে রাখে হাতের পরশ।

## মুখপোড়ার গল্প

বেশি বেশি ভালবাসলে মা আমাকে ডাকতো
মুখপোড়া।
সন্ধ্যায় পড়তে বসে যখন রাত হয়ে আসতো
ঘুমে চোখ হয়ে যেত ঢুলুঢুলু
ঢুলতে ঢুলতে পড়া হয়ে যেত উল্টোপাল্টা
মুখ ঠুকে যেত বই-তে
তখন মা হেসে হেসে বলতো - ও মুখপোড়া,
আর পড়তে হবে না এবার খেতে আয়।

একদিন বলেছিলাম - মা, ফ্রায়েড রাইস রাঁধবে?
মা চোখ বড় বড় করে একটু তাকিয়ে
ফিক্ করে হেসে বলল - ও মুখপোড়া
বাংলা ভাত রাঁধতে জানি,
ওই ইংরিজি ভাত তোর বউ এসে রাঁধবে।

তারপর যৌবনকাল...
তখনো গ্যাস আসেনি, রান্না হতো কয়লার উনানে
তখন আবিস্কার হলো ' নুতন ' নামে
একটি উন্নত মানের বিশেষ কেরোসিন স্টোভ,
তখন চাকরি করছি, একটা কিনে আনলাম,
দেখে মা হেসে গালে হাত দিয়ে বলল -
দেখো, মুখপোড়া আমার জন্যে গয়না এনেছে!

এমন ছোট ছোট উপহারে তৃপ্ত হোতো মা।

**একা**

মা আমার হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছে
শক্ত হাতে হাত ধরে  চিনিয়েছে জগৎ
তারপর একা পার হয়ে গেছি রোদ বৃষ্টি ঝড়

মায়ের শক্ত হাত ক্রমশঃ অশক্ত হয়ে গেলে
শক্ত হাতে ধরেছি, হেঁটেছি....

অতঃপর
মা আমাকে অতিক্রম করে চলে গেল
একা....

একদিন সবাই কেমন
একা হয়ে যায়....

## একটু উষ্ণতার জন্য

সূর্যাস্তের পথ ধরে গুটি গুটি ধেয়ে আসে
শীতের কর্কশ থাবা....
তিনটে কিশোর কুকুর - তাহাদের
সারাদিন কেটেছিল খাদ্য অন্বেষণে
একটুকরো খাবারের সম্মুখে
তাহারা তখন প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর
নখ ও দাঁতের আস্ফালনে
মিশে ছিল ক্রুদ্ধ গর্জন তখন....

অথচ এখন
এক টুকরো ছেঁড়া চট ভাগ করে
পরস্পর শরীরে শরীর গুঁজে
পেতে চায় একটু উষ্ণতার ওম্....

রাত বাড়ে, শিথিল শরীরে নামে ঘুম....

**খাস জমিন**

এইতো একরত্তি জমিন
তবু এটুকু চাষ করতেই জীবনপাত হয়ে যায়
প্রাণপণ পরিশ্রমে ফসল ফলাতে চেয়ে
যত না কালযাপন
তার চেয়ে বেশি যায় আগাছা উৎপাটনে
প্রতিদিন সূর্যাস্ত বেলায়
সঞ্চয়ের হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখি
শষ্য নয়, পড়ে আছে শুষ্ক আগাছার স্তুপ
ফেলার অপেক্ষায়....
তবু ফেলতে পারিনা, জমে জমে পাহাড় প্রমান হয়ে
দখল করে যায় খাস জমিন....

এইতো একরত্তি জীবন জমিন...

## চৈত্রের চন্দন বনে

চৈত্রের চন্দন বনে আমরা পেয়েছি স্পর্শ উদাসী হাওয়ার
ঝরা পাতা বিছিয়ে শুয়েছি দুজনে আঁচলটু পেতে
মাটির উত্তাপ সঞ্চারিত করে নিয়ে শরীরের পরতে পরতে
আমরা মিলেছি আশ্লেষের গভীর সুবাসে
স্বর্গমর্ত করে একাকার।

এখনও সে স্বাদ ঘুরে ফেরে অন্ধ হয়ে এ বুকের কাছে
সঙ্গী নেই ছায়াসঙ্গী তবু তাকে অকারণে আঁকড়ে ধরে রাখে
চৈত্রের চন্দন বনে ঘুরে ঘুরে এলোমেলো হেঁটে যাই
এক নিঃসঙ্গ উদাসী
যদি কোনো গুহা পাই আমৃত্যু হয়ে যাবো বোবা বনবাসী।

## সঙ্গমে

পবিত্র সঙ্গম স্নান সাঙ্গ হলে
আমরা গেয়েছি গান - সুধাময় গান
পর্বত অলিন্দে দাঁড়িয়ে পরস্পর কন্ঠলগ্ন হয়ে
সম্মুখে বয়েছে নদী উৎফুল্ল স্রোতের লহরী
বাতাস মৃদুমন্দ সোহাগে সম্ভাষে
ছুঁয়ে গেছে কপোল চিবুক....

ওপারে গভীর বন...
হরিণের দল জলপান করে ফিরে যায়...
একটি গর্ভিণী মৃগ সবশেষে ধীর পায়ে...

নীল ও গৈরিক ধারা মিলেমিশে হয় একাকার
শুধু এক কলতান জেগে থাকে অতন্দ্র প্রহরে
নির্বকল্প সমাধিতে মৌন মগ্ন অনন্ত আকাশ
অপার শান্তির রেণু ঝরে পড়ে গভীরে অন্তরে।

## ও মা

ছোট ছোট শিশুদের হাসি হাসি মুখ
দেখে বুক ভরে যায় মনে লাগে সুখ।
আবালবৃদ্ধবনিতা যত সন্তান তোর
তোর মুখ চেয়ে আছে কবে হবে সুদিনের ভোর।
মা তোর সোনার সংসার হয়ে যায় ছারখার
কাদের হাতে তুলে দিয়েছিলি দায়ীত্বের ভার
তোর সব অন্নদাস পদাধিকার বলে হয়ে বলীয়ান
হলো সুযোগ সন্ধানী
হয়ে গেল বেইমান লুটেরা তস্কর অসুরের দল।

অস্ত্র হাতে তুলে নে মা
ধ্বংস কর অসুরের দল।
আবালবৃদ্ধবনিতা যত সন্তান তোর
তোর মুখ চেয়ে আছে, কবে হবে সুদিনের ভোর।

## গান্ধারী বিলাপ

কার স্বার্থে ভোট খাটতে গিয়েছিলি বাপ?
কে বসবে সিংহাসনে, বাড়িয়ে দেবে মুষ্টিভিক্ষা হাত
সে আশায় দিয়ে দিলি প্রাণ?
কাল রাতে বৃষ্টিপাতে ভিজেছে বিছানা
একটুকরো প্লাস্টিক এনে
বলেছিলি চালে গোঁজা দিবি
মুঠো মাত্র জমি তোর ভরে আছে কানায় কানায়
ওরে, কে তুলবে বীজতলা, কে রুইবে?
চারাগুলি হাওয়ায় হাওয়ায় কেন কাঁপে?
আর যাবিনাকো মাঠে ওরা কি পেয়েছে খবর?
ঘরে তোর কাঁদে শিশু, কে আনবে দুধ ওরে?
ওর মা কি বাটি হাতে বেরোবে এবার?
ওই বৃষ্টি এলো, ফুটো চাল,
ভিজে যায় ঘর গেরস্থালী, এমনই বৃষ্টিতে
আঁচলে আড়াল দিয়ে বাঁচিয়েছি তোকে
বদলায়নি সেই ছবি আজও
ওই দেখ্ তোর বউ আঁচলে ঢেকেছে শিশু মুখ
কান্না থামাতে মুখে তুলে দেছে শুকনো স্তন
শিশু কি ভুলবে ওরে?
চল বাপ মায়েপোয়ে রুয়ে আসি একমুঠো জমি
ও-ই তো দেখেছে তোকে চিরকাল
আজ তাকে অবহেলে কোথা চলে গেলি?
ধুঁধুলের ঝাল আর ভাত রেঁধেছিরে
আয় বাবা, খাবি আয়।

## রিক্ত

রক্তাক্ত নিথর দেহ পড়ে আছে রাস্তার ধারে
যে তাকে ধাক্কা মেরেছে পালিয়েছে নিজেকে বাঁচাতে
কিছু হৈচৈ, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যায়
ব্যস্ত মানুষেরা, যানবাহন, কাহারো সময় নেই
অথবা বাঁচাতে চায় নিজেকেই!

জনৈক ভবঘুরে কাছে এসে বসে, দেখে,
দু হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে -
'বেঁচে আছে, এখনও বেঁচে আছে!'
কেউ তো শোনেনা, অথবা শুনতে চায় না।

একজনের পকেটে আছে প্যানকার্ড,
ভোটার আইডেনটিটি,
আরেকজন নিঃসম্বল, পরিচয়হীন -
রিক্ত দুজনের আর্তি ধূসর বাতাসে মিশে যায়...

## দেবতার মূর্তি গড়ি

দেবতার মূর্তি গড়ি - প্রসন্ন দৃষ্টি, হাস্যময় মুখ, বরাভয় হাত
সে হাত নামেনা কখনো।

পরম নিশ্চিন্তে
অতঃপর পাপ কর্ম সেরে হাত ধুয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
নৈবেদ্য উপাচার, ধূপ ধুনা পুষ্প মাল্য, মন্ত্রোচ্চারণ
শেষে প্রসাদ গ্রহনে পরিতৃপ্ত মনে জীবন যাপন,পূণ্য সঞ্চয়।

দেবতার মূর্তি গড়ি - রক্ত লোচন, উদ্যত হস্তে অস্ত্র
কিন্তু সে তো শত্রু নিধন কল্পে
আমার জন্য আছে ক্ষমা, আছে বরাভয় হাত।

আমার শত্রু আমি - ভুলতে চাই, ভুলে যেতে চাই।

এবাবেই বেঁচে আছি দুঃখে-সুখে।

## রাজত্বকাল

একটা ঝড়ের প্রয়োজন
না হলে কিভাবে হবে শুষ্ক পর্ণ মোচন
আর, যদি না ঝরে জীর্ণ সাজ
কি ভাবে জন্মাবে  নব পত্রের সম্ভার
কিভাবে সাজবে বৃক্ষ নবীন সজ্জায়....

আসলে
এভাবে শেষ হয়ে যায় এক একটি রাজত্বকাল...
শেষ হয়ে যায় এক একটি যুদ্ধ...
পরীক্ষা পরবর্তী জমা দেওয়া খাতায়
লেখা থাকে হিসাবনিকাশ
তারপর
অপেক্ষা -
সব কিছু পড়ে দেখে নেয় পরীক্ষক

## ভাড়াটে সৈনিক

রাইফেল হাতে উত্তপ্ত সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরায়
বিনিদ্র রাত্রি কেটে যায় হিমেল হাওয়ায়
মাঝে মাঝে ছুটে আসে উত্তপ্ত বুলেট
যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে....

শ্যেনদৃষ্টি, তবু বিপর্যস্ত মন তার গভীর চিন্তায়
খবর এসেছে - স্ত্রী পুত্র পরিবার
' আইডেন্টিটি ' বিহীন, সে-ও।
মোবাইলে ভেসে আসা স্ত্রীর আকুল কণ্ঠস্বর
কানে বাজে সারাক্ষণ -
' আমাদের কি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে? '

দেশ ভাগের দাঙ্গায় নিঃস্ব পরিবার
পালিয়ে এসে স্থিতু হয়েছিল
নিজ শক্তি ও স্বাস্থ্য যোগ্যতায়
দেশের সৈনিক দলে, গর্বে ভরেছিল বুক
কিন্তু এখন?

মন তার ছুটে যেতে চায়, কিন্তু ছুটি নেই।
কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে ভাবে -
সে কি তবে এক
বিদেশাগত ভাড়াটে সৈনিক?

## মরন বাঁচন

শিকড় ছড়িয়ে দিই জলের সন্ধানে
অনুভবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাটি ফুঁড়ে
শিকড় ছড়িয়ে দিই....
পাথরের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাই
গভীর অধ্যয়ে....

এভাবেই বাঁচার উৎস সন্ধান
জল যে পেতেই হবে
সেখানেই মরন বাঁচন!

শিকড় ছড়িয়ে দিই....

**কবি**

শব্দের ঝঞ্ঝাট থেকে বেরিয়ে চলে গেছে
আঙুলের ছোঁয়া মাখা ঝরনা কলম
শিশুর মনের মতো শুভ্র কাগজ
পড়ে আছে শান্ত টেবিলে।

কি লেখার ছিল কবি?
অক্ষরে বিন্যাসে গাঁথা শব্দগুলি
আজীবন জ্বালিয়েছে তাকে
বুকের ভিতর, মস্তিস্কের কোটরে কোটরে
খুঁড়েছে গেঁথেছে অবিরাম.... বাধ্য করেছে
মাখাতে কালিমা শুভ্র পাতায় পাতায়
শঙ্কিত করেছে সারাক্ষণ।
মাকড়সার মতো নিজের গ্রন্থি ছেনে
বুনেছে শব্দের মায়াজাল
তারপর নিজেই জড়িয়ে গেছে নিজ জালে....

মুক্তি চেয়ে শেষ পংক্তি
কি লিখতে চেয়েছিলে কবি কাল রাতে?
শুষ্ক মুখ লেখনী, অমলিন শুভ্র কাগজ পড়ে আছে
শেষ পংক্তি জমে আছে বুকের ভিতর....

এখন বিদায় বেলা...
শুভ্র বিছানা....
মাথার দুপাশে শুভ্র ফুলের স্তবক...
গলায় শুভ্র মাল্য...
ধূপের শুভ্র ধোঁয়া সুবাস ছড়ায়...

## কবি চলে গেলে

কবি চলে গেলে
এসব জীর্ণ পান্ডুলিপি
পড়ে থাকে বুকচাপা ঘাসের মতন
বিবর্ণ হলুদ।
সপ্তমীর মরা চাঁদ পুকুরের স্থির জলে
ছায়া ফেলে ম্রিয়মান
নির্জন ঘাটের রানায় শুকনো পদছাপ
তার ওপরে জমে ওঠে হিম।

অথচ এসব ছিল - গভীর সবুজ পান্ডুলিপি
উৎফুল্ল পূর্ণ চাঁদ মাখা পুষ্করিণী
হিল্লেলিত রূপোলী মাছের ঝাঁক
চিকন আভায়...
হিমের বুকের থেকে ঝরে পড়া হিরক কণায়
কবির পায়ের ছাপ এঁকে দেওয়া ফুল...

## সোনার পাখিটি

একটি সোনার পালক পেয়েছিলাম
সে এক প্রান্তরের বিনীত পথের পাশে
সবুজ ঘাসের বনে।
তারপর, দিনের পর দিন
কাজ ভুলেছি  নিদ্রা ভুলেছি
সেই বিহঙ্গের চিন্তায়
পালক পাওয়া আমার কাল হলো।

কত জনকে জিজ্ঞাসা করেছি
কত স্রোতস্বিনীকে, কত নিভৃত বনানীকে -
দেখেছ? দেখেছ?
উত্তর মেলেনি।

তারপর যেদিন তুমি কাছে এলে
অবাক হয়ে দেখলাম
পাখি ঘুরে  ঘুরে উড়ছে
আমারই বুকের নিলীমায়।

**এপার বাংলা ওপার বাংলা ১৯৭১**

বুক চিরে তোমরা দিয়েছ রক্ত মাতৃ বোধনে
প্রতিষ্ঠা করেছ তাঁকে বিশ্ব সভায়
তাই আজ মাতৃমুখ আলোকে উজ্জ্বল
বিশ্ব জুড়ে ওড়ে মাতৃভাষার নিশান...

বুক চিরে তোমরা দিয়েছ রক্ত মাতৃবোধনে
আমরা পারিনি
আমরা দিয়েছি অবহেলা, অযত্নে ঠেলেছি অন্ধকারে
আজ তাই আমাদের মাতৃমুখ শীর্ণ মলিন
আমরা এক স্থবির মনুষ্য কুল
চলচ্ছক্তিহীন প্রায়, অবনত শিরে
নড়াচড়া করি আহার বিহার মৈথুনে
মাতৃ বিসর্জন অন্তে
অস্তিত্ব বিলীন হবার আশঙ্কায়
                মাঝে মাঝে শিহরিত হই, আর
ন্যাবাগ্রস্ত চোখে দেখি
তোমাদের বিজয় মিছিল...
ওটুকু সান্ত্বনা।

## শিখা

সামনে পিছনে অন্ধকার
অন্ধকার ভিতরে বাহিরে
অন্ধকারে উদ্যত তর্জনী নিঃশব্দে শাসায়
        তবু
মোমবাতি হাতে কারা নিঃশব্দে মিছিলে হেঁটে যায়...
হাওয়া দেয়...অন্ধ হাওয়া...
শিখাগুলি কাঁপিয়ে দিয়ে যায়...

তালু দিয়ে ঢাকো, শিখা ঢাকো
অন্ধকারে উদ্যত তর্জনী,  তবু,
প্রতিবাদে কাঁপে শিখা কাঁপে।

প্রচলিত শব্দগুলি ভোঁতা হয়ে গেছে
শিখা বলে - ইচ্ছা করলেই আমি প্রলয়ঙ্কর।

## বন্যাস্রোত

মাঝে মাঝে বন্যা আসে
কখনো মাত্র পদপ্রান্ত, কখনো আজানু,
কখনো আবক্ষ, কখনো আকণ্ঠ,
কখনো নিমজ্জমান...

ছোট ছোট বন্যাগুলি অবহেলা করি
আবক্ষ বন্যায় উদ্বাস্তু হই, আকণ্ঠে ভীত,
নিমজ্জমানে ভীত সন্ত্রস্ত ভেসে যাই
খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে ধরতে
পেয়ে যাই হয়তোবা বৃক্ষ কিংবা
উচ্চতল বাড়ির আশ্রয়...
এভাবেই কাটিয়ে উঠে বেঁচে আছি
আশা নিরাশায় দোদুল্য জীবনে।

মাঝে মাঝে বন্যা আসে
কখনো পদপ্রান্ত, কখনো আজানু,
কখনো আকণ্ঠ, কখনো আবক্ষ,
কখনো নিমজ্জমান...

ছোট ছোট বন্যায় শিহরিত হই
আজানু আবক্ষ বন্যা আপ্লুত করে
আকণ্ঠে আনন্দে ভাসি, করি সন্তরণ।
নিমজ্জমান সুখ-বন্যা
জীবনে আসেনি, অপেক্ষায় থাকি....

**সীমাবদ্ধ**

নানান বন্ধনীর বন্ধনে বড় দীর্ঘ ছিল সরলাঙ্ক
তৃতীয়, দ্বিতীয়, প্রথম...
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সমন্বিত
অনেকগুলি প্রথম বন্ধনী যুক্ত সরলাঙ্ক
বড় দীর্ঘ ছিল...
প্রথম, মধ্যম, উচ্চ, আরও উচ্চতায়
অনেকগুলি প্রথম বন্ধনীর বন্ধন...

দীর্ঘ সময় ধরে সেগুলি অতিক্রম করে
প্রবেশ নাতিদীর্ঘ দ্বিতীয় বন্ধনে
প্রেম পরিণয় পিতা মাতা পুত্র পুত্রী লালন পালন
ব্যস্ত ব্যতিব্যস্ত অবিরাম পদযুগ্ম
নাতিদীর্ঘ দ্বিতীয় বন্ধনী
বড়ই জটিল....

অতঃপর প্রবেশ তৃতীয় বন্ধনে
পাপ পূণ্য হিসাবনিকাশ বাসাংসীজীর্নাণী...
ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত তৃতীয় বন্ধনী...
শয়নগৃহ থেকে স্নানগৃহ
দশ কদম হন্টনে মাত্র সীমাবদ্ধ
তৃতীয় বন্ধবী - উত্তর ফল শূন্যের দিকে...

## বিপজ্জনক বাড়ি

খসে গেছে পলেস্তারা,
পঙ্খের কাজ ঝরেছে কবেই
ভেঙে গেছে ঝুলবারান্দা
ঝুলে আছে কড়ি বরগা টালি।

ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে
অসম্ভব উপরে যাওয়া
ছাদের দখল নিয়েছে
বট নিম পাকুড় অশথ।

বিপজ্জনক বাড়ি
সামান্য বাতাসেও ঝরে
ঝুরঝুর শরীরের পাট
ঝড় আসবে একদিন
শেষ পরিণতি হবে ধ্বংসস্তূপে।

অথচ একদা ছিল...

**আলোক সম্ভব**

চলো রোদের দিকে যাই
রোদ অর্থ আলো, রোদ অর্থ তাপ
চলো আলোর দিকে যাই, সঞ্চয় করি তাপ
হৃদপিণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে জমেছে অন্ধকার
শিরায় শিরায় তার প্রবাহে ক্রমশ জমাট রক্ত
ছড়িয়ে দিতে হবে তাপ,
            রক্ত না জমাট বেঁধে যায়।

গাছেরা কেমন জানে আলোর সন্ধান
বাড়িয়ে দেয় শাখা, বেড়ে ওঠে সবুজে সবুজ
চলো বৃক্ষের কাছে যাই, শিখে নিই আলো-অনুভব
হয়ে উঠি আলোক সম্ভব।

## ধস

নদী তীরে বাস, তার ভাবনা বারো মাস

মজবুত গাঁথুনি দিয়ে বেঁধেছে তীরভূমি
জোয়ারের জল এসে ছুঁয়ে ফিরে যায়
ঘাট বেঁধেছে শ্বেতশুভ্র পাথর সোপানে
সূর্য চন্দ্র পূর্ণালোকে ধৌত করে দেয়
বিচিত্র সুন্দর প্রাচীরে ঘিরেছে সীমানা
সাজিয়েছে উদ্যান বৃক্ষ পুষ্প লতা দিয়ে
মুড়েছে নবীন সবুজ ঘাসের গালিচায়
তারপর হর্ম্যতল
গড়েছে সাজিয়েছে মনের মতন,
করেছে যতন!

কিন্তু এখন
মন জুড়ে তার কী ভীষণ ভয়
যদি কোনক্রমে নদীতে ভাঙন লাগে
যদি নামে ধস?

## ট্রেন চলে গেলে

ট্রেন চলে গেলে স্টেশন বড় বেশী নিঃস্তব্ধ হয়ে যায়
ধান কেটে নেওয়া শূণ্য প্রান্তরে হু হু করে বাতাস
যেন হাহুতাশ
আমি এক সেই যাত্রী, অনেক ছুটেও যে ব্যর্থ পেতে ট্রেন
যেন ফুরিয়ে গেছে সব জীবনের লেনদেন।
শূণ্য স্টেশনে তাই নিশ্চুপ বসে থাকি
চলে যাওয়া সময়ের শূন্য হিসাব ধরে রাখি।

## বাক্যবাণ

বুকের ভেতর ঘুণ কুরে কুরে খায় সারাক্ষণ
কয়েকটি তীক্ষ্ণ শব্দ বিঁধে আছে ক্ষতের মতন...

সে এক পথের ধারে
কৃষ্ণচূড়া গাছ এক ফুলে ফুলবতী
কিছু ফুল ছড়িয়ে পথে দাঁড়িয়ে ছিল ফুল্ল একাকী
আমি ঝরা ফুল এড়িয়ে না মাড়িয়ে সাবধানে দাঁড়াই
হাজার বছর ধরে অপেক্ষায় নিজেকে হারাই
তুমি এলে, আমি অসহায়, বলি -
দাঁড়িয়ে আছি তোমার অপেক্ষায়
- কেন?
- বলব বলে ভালবাসি তোমায়।
ঝরা ফুল দুপায়ে মাড়িয়ে চলে গেলে
পথ হয়ে পার, বলে গেলে....

প্রত্যাখ্যানের তীক্ষ্ণ শব্দ বিঁধে আছে বুকের ভিতর
বিষাক্ত তীর যেন, ব্যাথা দেয় তীব্র ভয়ঙ্কর
ঘুরি ফিরি কর্ম করি যেন এক যন্ত্রের মতন
কষ্ট বুকে পুষে রাখি নিত্যকাল, রিক্ত অন্ধজন।

## খেলাঘর

অন্তঃসারশূন্য শুক্তি পড়ে আছে
সাগরের বালুকাবেলায়
শুক্তি নয়, প্রাণহীন শূণ্য আবরণ
ঢেউ আসে যায়, ছুঁয়ে যায়
কখনো বা সরিয়ে দেয় আরেকটু দূরে
তারপর ছুঁয়েও দেখে না...

অথচ একদিন ওই বিশাল সমুদ্রের বুকে
সে বেঁচেছে, ভেসেছে, খেলেছে
অতি ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে অনায়াসে...

কুড়িয়ে নিই, দেখি ক্ষুদ্রের শরীরের কারুকাজ
দেখি এই ক্ষুদ্রের একদার আশ্রয়স্থল
বিশাল ও সমুদ্রের খেলাঘর...
সযতনে হাতে নিয়ে ফিরি
সাজিয়ে রেখে দেবো খেলাঘরে...

## অসমাপ্ত

অসমাপ্ত গল্পগুলি সারাক্ষণ আমাকে উদভ্রান্ত করে
খাতার পাতায় পাতায় বন্দী হয়ে থাকা মানুষ মানুষী
কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ উপহাসে,
কেউ বা বিষন্ন, কেউ অসহায় চেয়ে থাকে অপলক....
অসমাপ্ত মানুষ মানুষী, তাহাদের অসমাপ্ত জীবন
পরিণতিহীন নির্বাক চেয়ে থাকে মূর্তির মতন...

দিনমানে জীবনযাপন, বেলা বয়ে যায়
নানা কাজে ভুলে থাকি
রাত্রি আসে, ক্লান্তি আবিষ্ট মনে ও শরীরে নামে ঘুম...
মধ্যরাত্রে জেগে উঠি, বিচলিত হই,
ঘরজুড়ে কোলাহল, উঠে বসি,
কোলাহল থেমে যায়, বসে থাকি চুপচাপ
বসেই থাকি নির্জীব প্রাণ এক দিশাহীন...
ভাবি, পরিনতি দিতে হবে, দিতে হবে...
উৎসাহে কাগজ কলম নিয়ে বসি
কিন্তু লিখতে পারি না
এ গল্প ও গল্পের সব চরিত্রগুলি
মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়...ভাবি -
কঠিন হাতে বেছে নেব এক একটি জীবন,
কিন্তু পুণরায় সব ওলটপালট...
এভাবেই বয়ে যায় দিন...
এভাবেই বয়ে যায় রাত...
এভাবেই লেখা থমকে যায়...
ভাবি - আমরা সবাইতো অসমাপ্ত জীবনে ভাসমান
অপরিণত, অসংলগ্ন, আগাম জানতে পারিনা পরিণতি
তবে?

## এ জীবন, এই বাসভূমি

ভিটের আনাচে কানাচে জন্মে আছে
কত লতাপাতা গাছা আগাছা - জানা নেই

শরীরের আনাচে কানাচে আছে
কত জন্মদাগ কত স্ফীতি অত অপূর্ণতা - জানা নেই

মনের আনাচে কানাচে জমে আছে কত ভালবাসা
কত সুখ দুঃখ আকুলতা হিংসা দ্বেষ জানিনাকো

অনন্ত আকাশের আনাচে কানাচে আছে
কত সূর্য গ্রহ উপগ্রহ তারা
অনন্ত কি রাখে তার হিসাবনিকাশ...

প্রায়শই মনে হয় দেখি, খুঁজেপেতে দেখি,
হয়ে ওঠে নাকো।

জানি এভাবেই চলে যেতে হবে
যেভাবে মিশে যায় সব জলধারা নদীবুকে,
নদী মিশে যায় অনন্ত সাগরে
তারপর সব একাকার...

## বিশ-বাইশ বয়সে

এই বয়সে আমরা আড্ডা দিতাম যখন
রাজা উজির তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে
কথার তোড়ে সারা পাড়া কাঁপিয়ে দিয়ে
বিতর্কতে আকাশ বাতাস ভরত তখন।
প্রাণবন্ত ছিল বড় সেসকল দিন!
বাড়ির মালিক বিরক্তিতে জানলা ঠুকে
বলত বাবা ঢের হয়েছে দিন ক্ষ্যামা দিন!

এখন দেখি পাশাপাশি বসে সবাই
মুঠোফোনে হয়ে গেছে নির্জীব ক্ষীণ।
এ কি দিন এলো? এ কি দিন?
চিন্তা ভাবনা কোথায় বিলীন?
ট্রেনে বাসে যারা বসে মগ্ন মোবাইলে
যারা দাঁড়িয়ে তারা ঠেস খুঁজে ঠেলেঠুলে
বার করে ফোন, বড় স্বস্তির শ্বাস ফেলে
যেন কি মহার্ঘ হারা ধন খুঁজে পেলে।
বাড়িতেও তাই দেখি, বৌ ছেলে মেয়ে
সুযোগ পেলেই বসে মোবাইল নিয়ে।
সন্ধ্যাকালে লাইব্রেরির সামনে দিয়ে যাই
কৌতুহলে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাই
ফাঁকা ঘরে একা বসে লাইব্রেরিয়ান
মোবাইলে ঝুঁকে পড়ে চোখে দেয় সান।
চারিদিকে বই ভরা আলমারি গুলি
হাহুতাশ করে বুঝি বন্ধ পাল্লা ভুলি।
অথচ এককালে থাকত কত সরগরম
বই পড়া, দেওয়া নেওয়া মনের মতন।
এ কি দিন এলো, এ কি দিন?
মোবাইল শাসন করে মানুষ পরাধীন!

# রঙ্গ

---

**আব্বুলি**

তোর সাথে আর কোনো কথা নেই - আব্বুলি
তোর কাছে আর যদি মুখ খুলি - আব্বুলি
তোর তরে ঘুরে ঘুরে হয়েছিনু পাগল পাগল
তোর সাথে ঘুরে ঘুরে হয়েছিনু ছাগল ছাগল
এখন হায় কি যে বকি ভুলভাল আবোল তাবোল
লজ্জায় মরে যাই, হলো কি মাথার গন্ডগোল!

যত কথা হয়েছিল ঘুরে ঘুরে অলিতে গলিতে
যত কথা হয়েছিল ঘুরে ফিরে চলিতে চলিতে
সব কথা ' ডিলিট ' করেছি শেষে, রাখিনি মেমারি
যদিও মুখটা তোর কিছুতেই ভুলতে না পারি
' ইরেজ ' করতে গিয়ে বারবার হয়ে যায় হ্যাং
শেষমেশ তোর কাছে সত্যিই খেয়ে গেনু ল্যাং!

## শেলফিস্ মন্টু বাবু ও ইলিশ ফিস্

' হাজার টাকার ইলিশ এনেছ
বেশ করেছ কাই-টু খাও
মাছ খাবে সব আপন জনে
কি আনন্দ  - আর কি চাও!
খাই খাই কেন এ বুড়ো বয়সে
খাইয়ে পূণ্য করে নাও শেষে।
আসবে স্নেহের বোনটা আমার
সঙ্গে আসবে ভায়রা তোমার
বোনপো তোমায় কি ভালোবাসে
' মেসো ' বলতে একগাল হাসে
তাদের জন্যে রেখেছি গুছিয়ে
কাইটুকু দিয়ে মেখে নাও খেয়ে।'
শুনে মন্টুর মেজাজ খাট্টা
মাথায় স্ত্রী বুঝি মারল গাঁট্টা!

সকাল সকাল বাজার গেছেন
ঝাঁকা থেকে সেরা মাছটি নেছেন
সাথে পুঁই শাক, কুমড়ো ও কচু
ঝিঙে ও বেগুন, আরো কত কিছু
জম্পেস করে তেল মুড়ো দিয়ে
চচ্চড়ি হবে পেঁয়াজ কষিয়ে।
তারপর আহা ডুবায় ভাসায়
সর্ষে-বাটা ও কাঁচা লঙ্কায়
মাছগুলো আহা কি বা সুন্দর!
খাই খাই করে পেটের অন্দর!
এখন শুনতে হলো এ ভাষণ
বিনা মেঘে ফাটা বাজের মতন।

মন্টু বাবু ওঠেন লাফিয়ে
ক্ষুধার্ত বাঘ যেন বা ঝাঁপিয়ে
মাছের থালার ঢাকাটি খুলিয়া
সেরা দুই পিস্ নেন যে তুলিয়া।
মহা তৃপ্তিতে ভোজন সারেন
দার্শনিকের কণ্ঠে বলেন -
কে খায় কে দেখে আহারে আহা রে
সবই মায়া এ সংসার মাঝারে!

## এলি আর গেলি

এলি আর গেলি
কি করিলি
দেখিলি
শুনিলি
বলিলি
কি পেলি
কি নিলি
কি রাখিলি
কি করিলি
এলি আর গেলি!

## আমি আর বাঘ

এক যে ছিল বাঘ
গায়ে ডোরা দাগ
সোঁদর বনের জঙ্গলেতে
তাহার দেখা পেলুম
বাঘ বলল হালুম
অমনি আমি মলুম!
হঠাৎ একটা বিছে
কামড়ালে তার পিছে
চরকি ঘুরন ঘোরে বাঘ
নিজেই নিজের পিছে
দেখে আমি লাফিয়ে উঠে
হলুম পগার পার
সোঁদর বনের ধার।

## আমরি দেশের আহামরি কথা

আমরি দেশে পারলে যেতে লক্ষ টাকা রোজ
কি করে ভাই যাবো সেথায় দালাল দিল খোঁজ।
ঘটি বেচো, বাটি বেচো, বাপের জমি বেচো
আমরি দেশে গিয়ে তুমি বাঁচার মতো বাঁচো
কি হবে চাষ করে ও ভাই পুরোনো ওই গতে?
আমরি দেশে একবার গেলে তাতেই কেল্লা ফতে!
কয় টাকা রোজগার করো খেটে গাধার মতো ?
সারা দিন মাটি চষো রাম-বোকার দল যতো!
আমরি দেশে আহা মরি কি জলুসের বাহার!
বাবু হয়ে থাকবে সুখে রাজার মতো আহার!
সামান্য খাটাখাটুনি চিকন চাকন জীবন
আয়েসে কাটাবে সুখে নবাব বাদশার মতন।

এরোপ্লেনে চেপে যাবে সেজে সাহেব বাবু
চাট্টিখানি কথা এসব! ভেবে হয়ো না কাবু।
সব দায়ীত্ব আমার, তুমি দেবে শুধু টাকা -
বক্ষ ঠুকে বলল দালাল মধু মাখা কথা।
ন-দশ জনে যাবে মিলে কিসের ভাবনা করো?
সময় হাতে নেইকো বেশি, নইলে পচে মরো।
এ-পোড়ার দেশে আছেটা কি? খাটাখাটুনি সার
দিনের শেষে পেটে জোটে একমুঠো আহার!
আমরি দেশে চলো, সেথায় সুখে বাঁচার তরে
উড়ছে টাকা সেথায়, খালি ধরো দুহাত ভরে।
বাড়িতে যত পাঠাবে টাকা, কিনবে জমি বাড়ি
কিনবে সোনা, কিনবে টি.ভি. কিনবে মোটর গাড়ি।

দিলুম বেচে জমি, হাতে জমা ছিল যতো
সবটুকু দালালকে দিলাম দশ লক্ষের মতো।
দশে মিলে কোটি টাকা তুলে দিলাম হাতে
কদিন বাদে বেরিয়ে গেলুম দালাল বাবুর সাথে।
কাগজপত্র বাবুর কাছে, অফিসে দেখান উনি
আমরা দুরুদুরু বুকে শুধুই সময় গুনি।
তারপরেতে প্লেনে উঠে বসি মেজাজ করে
উড়বো এবার আকাশ পানে কে আমাদের ধরে।

দুদিন ধরে ঘুরে ঘুরে নামি যেথায় এসে,
খটকা লাগে মনে মনে, এলাম এ কোন দেশে?
আরেক বাবুর হাতে সঁপে দালালবাবু বলেন
উনিই নিয়ে যাবেন - বলে, দালাল বাবু ভাগেন।
ঢাকাঢুকো গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গেলেন তিনি
চারিদিক এক বন্ধ বাড়িতে, কাউকে সেথা না চিনি।
সেথায় ঢুকিয়ে বলেন তিনি - যাবেনা কোথা কেউ
সাবধানেতে ঘুমোও শুধু, হেথায় আছে ফেউ।

তারপরেতে মাঝ রাতেতে চেপে ঢাকা গাড়ি
কোথায় নিয়ে গেল কি জানি সে এক বন্ধ বাড়ি।
সেখানে কাজ করতে হবে, থাকতে হবে নীচে
মাটির তলায় ঠাণ্ডা ঘরে, পুলিশ আছে পিছে।
বুক শুকিয়ে গেল যে হায় উড়ল সুখের রেশ।
এত সুখের স্বপ্ন সাধের এই আমরি দেশ!
হায় ভগবান কোথায় এলাম, বলব এসব কাকে?
এই নাকি আহা-মরির দেশ এখানে এভাবে রাখে?

দুঃখের কথা বলব কি আর গাধার খাটুনি খাটি
সামান্য টাকা হাতে দিয়ে দেয় এযেন আমড়া আঁটি।
বছর ঘুরল পুলিশ ধরল হাতে পায়ে বাঁধে শেকল,
শরীর অর্ধেক শুকিয়ে গিয়েছে বেড়েছে শুধুই ধকল।
মালবাহী এক প্লেনেতে চাপিয়ে  এনে দেশে ফেলে দিল,
লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গেল।
জমি-জমা গেল ভিখারির দশা, কপাল চাপড়ে মরি
সাবধান ভাই প্রতিজ্ঞা করো অতি লোভ নাহি করি।

**সাধ ও সাধ্য**

(অতি কু-প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য)

সাধ আছে সাধ্য নেই
তবু সাধের বিরাম নেই
সাধ্য বাড়াতে ওষুধ খায়
ওষুধ খেয়ে দেহ মজায়
তারপরে ফের যেইকে সেই
আবার ওষুধ আবার ধেই!

তারপরেতে বুকে ব্যাথা
ওষুধ বোঝায় মজার কথা
তড়িঘড়ি বুক চিরেফেঁড়ে
বসাও মেশিন তেড়েতুড়ে
কোথায় গেল সাধের সাধ্য
এখন বুকে বাজায় বাদ্য
ঢপের ঢাক আর ভাঙা কাঁসি
ওষুধ গেলে রাশি রাশি
শুকিয়ে গেছে সাধের হাসি!

তাই বলি ভাই বয়স হলে
চলো সব সাধ সাধ্য ভুলে।
বয়স বাড়ার সাথে সাথে
শরীর জীর্ণ হবেই, তাতে
ওষুধ ঢুকিয়ে কয়েক কেজি
হবেনাকে বিষম তেজি।

মন কে তাই সংযত কর
জপে তপে মনকে ভর।

**বয়স মাহাত্ম**

কলপ লাগিয়ে দু চার গাছা চুলে
কালো করে আছ মনের ভুলে
ভাবছ বুঝি নব কার্তিক হয়ে
ঘুরছ ভবে ময়ূর ছেড়ে দিয়ে।

দাঁত ঝরেছে ক-টা হিসাব রাখো?
আয়নাতে মুখ ভালো করে দ্যাখো?
গাল দুটো যে তুবড়ে যাওয়া  ঘটি
চোখের কোলে দাগ ফেলেছে মাটি
কি করে আর গাল ফোলাবে বলো?
কি দিয়ে হবে চোখের তলা ধলো?
মুখে গলায় ছাইপাঁশ সব মেখে
বালক বুঝি ভাবছে সবাই দেখে?
মুখ টিপে সব হাসে দেখে রকম
আড়ালে সব করে বকম বকম
বলে - বুড়োর ধরেছে ভীমরতি
হায় ভগবান কি হবে এর গতি!

আসল কথা ছাতার মাথা শোনো
বয়স কত হলো হিসাব গোনো
বয়স মেনে সেইভাবেতে চলো
সকাল সাঁঝে হরি হরি বলো!